ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেম ভাবনা

ড. সচ্চিদানন্দ দাস
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, ওয়াকার্স কলেজ, ঝাড়খন্ড।

প্রবন্ধসার

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমের বাণীরূপ। পাঁচশত বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয় নিয়ে বিকশিত হয়েছে যার উৎসমুখ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম লোকজ হলেও একাব্যে যে প্রেমময় ভাবনা ধরা আছে– তা অনেকাংশে ভাগবতীয় আদর্শকে অমান্য করে না। উত্তরকালে কবিদের কাছে এই কাব্যই প্রেরণা হয়েছিল, যদিও বাংলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেমভাবনার কিছু বদল এসেছে। তা হলেও সুনিপুণভাবে কবি একাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবনাকে উল্লেখ করেছেন, যা সমকালীন পাঠক সমকালীন পাঠক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে।

মানব জীবনের পরম সম্পদ হল প্রেম। কেবল মানব নয়, প্রেম ছাড়া দেব-দেবীর অস্তিত্বও বিপন্ন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সাহিত্য-শিল্প গড়ে উঠেছে তার সিংহভাগ অধিকার করে আছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা। এককথায় প্রেম অসীম, অনন্ত। নায়ক-নায়িকার হৃদয়দেশ প্রেমের মূল আশ্রয়। সারা পৃথিবী তোলপাড় করে প্রেমের যুগল মূর্তি অন্বেষণ করলে মনে হয় রাধা-কৃষ্ণকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। রোমান্টিক প্রেমের এমন সুরমূর্চ্ছনা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। ভাগবত থেকে শুরু করে বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত। শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় লীলার বাইরে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে লোকশ্রুতি, লোকসাহিত্যেরও অভাব নেই। তার কারণ ভাবের কথা ভাষার আগে ছোটে। প্রেমের কথা দেশ-কাল নিরপেক্ষ। তাই রাধাকৃষ্ণ কথা আজও নতুন, সকলের কাছে আদরণীয়।

একথা একবাক্যে স্বীকার্য মধ্যযুগের আদি সাহিত্যিক নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাণ বিষয় প্রেম। তবে একথাও স্মরণে রাখতে হবে ভাগবতের কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রেমোপাখ্যানকে একাসনে বসানো যাবে না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা-কৃষ্ণ যেমন লৌকিক তেমনি বাস্তবিক। রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস ভাববৃন্দাবনের অধিবাসী নন, মধ্যযুগীয় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর কৃষ্ণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ব্যাখ্যাত ভাগবতে ধৃত সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি ও সর্বরসপূর্ণ, মাধুর্যের ঘনীভূত সার সচ্চিদানন্দ নন। আর রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিজাত প্রেমের পরম সার মহাভাব স্বরূপিনী নন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা-কৃষ্ণ রক্তমাংসে গঠিত, প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত। বড়ু চন্ডীদাস ভক্তের ভাবনা নিয়ে, আধ্যাত্মিক অশ্রু মোচনের কাব্য লেখেননি। তিনি সমকালে লোকসমাজে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আখ্যানকে প্রধান অবলম্বন করেছেন। সুতরাং জীবের পক্ষে অপ্রাপ্য অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু প্রেম-কে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যে খোঁজা উচিত নয় তা বলা বাহুল্য। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বলেছেন —

''কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হৈম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণা।''

আর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে প্রেমের সংজ্ঞায় আছে —

সর্বথা ধ্বংসর হিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাবনন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ।।

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

সত্ত্বেও যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে। তবে একথা সত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কাম-এর প্রভাব বেশি। তাহলে প্রেম ? প্রেমও আছে – যে প্রেম মানবিক। আবার মানবিক প্রেমেও উৎকর্ষতা আছে; পবিত্রতা, কদর্যতা আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রেমের প্রকৃত রূপ কী তা নির্ধারণে কাব্যকাহিনী বিশ্লেষণ আবশ্যক।

রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াই — তিনটি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিতে কাব্যটির কাহিনীর বয়ন। বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যস্থতাকারিণী। কাব্যটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হলেও এর সমগ্র অংশ অধিকার করে রেখেছে রাধা। ১৩টি খন্ডের মধ্যে 'জন্মখন্ড'ই ভাগবতকে মোটামুটি অনুসরণ করেছে। তবু, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কোন ধারায় প্রবাহিত হবে তার অঙ্কুর 'জন্মখন্ডে'ই বিদ্যমান। বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে লীলারস আস্বাদনের হেতু এক আত্মার দুই রূপ রাধা ও কৃষ্ণ। আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কংসকে দমন ও ভূভার হরণের জন্য কৃষ্ণের জন্মের কথা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য যে লক্ষ্মীর রাধারূপে জন্মগ্রহণ তাও উল্লিখিত। এই 'সম্ভোগ' শব্দটি নিশ্চিত পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় 'সম্ভোগ' শব্দের সঙ্গে কামনা, লালসার জড়িত।

তাম্বুলখন্ডে হারিয়ে যাওয়া রাধাকে খুঁজতে কৃষ্ণও সম্মত হয়েছে, বড়াইয়ের অনুরোধে। তবে শর্ত রাধাকে পেতে বড়াই তাকে সাহায্য করবে। রাধার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ উন্মত্ত। এই উন্মত্ততা বৈষ্ণব পদাবলীর 'নাম শুনে যার এত প্রেম জাগের' মতো নয়। রাধাকে পাওয়ার আকাঙক্ষা নিয়ে কৃষ্ণ বড়াই-র মারফত উপহার স্বরূপ ফুল তাম্বুলাদি পাঠিয়েছে। রাধা সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, তার ঘর-সংসার, স্বামী, সমাজ সবকিছু রয়েছে। তাছাড়া ঘরে সুন্দর স্বামী থাকতে কৃষ্ণের মতো সামান্য এক রাখালের প্রেম প্রস্তাব সে গ্রহণ করবেই বা কেন ? রাধা জানিয়েছে—

ঘরে স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে
সুলক্ষণ দেহা।

নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সনে কি মোর নেহা।।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সখীর মুখে কৃষ্ণের কথা শুনে রাধা পাগলিনী পারা, আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের নাম শ্রবণে রাধার মনে প্রথম প্রেমের মুকুল জন্মেছিল। তাই সেখান রাধার পূর্বরাগের ছবি পাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রথম পরিচয় কৃষ্ণের প্রতি রাধার ঘৃণা, বিদ্বেষ জন্মেছে।

'দানখন্ডে' কৃষ্ণ মথুরার ঘাটে দানী সেজে বসেছে। রাধার পথ আটকে সে দান চেয়েছে। দান আবার অন্যকিছু নয় একেবারে পরস্ত্রীর আলিঙ্গন। নারীর দেহ। নারীরা নিজের প্রশংসা শুনলে দুর্বল হয়ে পড়ে — এ তত্ত্ব কৃষ্ণের অজানা ছিল না। তাই বার বার রাধার রূপের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে গেছে। পদ্মের দল বিশ্লেষণের মতো রাধার প্রতিটি অঙ্গের বিশ্লেষণ করেছে। যেমন —

তালফল জিনিআঁ তোহ্মার পয়োভার।
মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার।।
লোভে নাভীতলে বসে তিন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী।।

কৃষ্ণের গোয়াতুমির হাত থেকে বাঁচতে রাধা আকুল আবেদন জানিয়েছে। শেষে কামার্ত কৃষ্ণকে বলেছে —

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।।

কৃষ্ণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাধা সামাজিক সম্পর্কের কথা উত্থাপন করেছে। তারা যে সম্পর্কে মামী-ভগিনী। সুতরাং মামীর সঙ্গে মিলন মহাপাপ।উত্তরে কৃষ্ণ বলেছে রাধা সম্পর্কে তার শালী। তাই এই পরদার গমনে পাপ নেই। এখানেও রাধার প্রতি কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র প্রেমের লক্ষ্মণ ধরা পড়েনি। আসলে প্রেম নয় কামই কৃষ্ণের মূখ্য বিষয়। রাধার উপরোধ, অনুরোধ, যুক্তিতর্ক, তিরস্কার সবই

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

বৃথা বিফলে গেছে। কৃষ্ণকে সে নিরস্ত করতে পারেনি। রাগ, ঘৃণা নিয়েই অবশেষে রাধা আত্ম সমর্পন করেছে। তার আগে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধার কাতর অনুরোধ—

মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাবে জুনি জাএ।
ছিন্ডি, জুনি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।

এই দেহ সমর্পণ হৃদয় সম্পর্ক রহিত। ক্ষোভে অপমানে রাধা ভেঙে পড়েছে কান্নায়। বড়াইকে সব কথা জানিয়েছে।

'নৌকাখন্ডে' রাধার নতুন বিপদ উপস্থিত। নদী পার করার অছিলায় মাঝ নদীতে নিয়ে গিয়ে নৌকা দুলিয়ে, ভয় দেখিয়ে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ মিলিত হতে চেয়েছে। রাধার তীব্র প্রতিবাদেও কোন কাজ হয়নি। কৃষ্ণের কামনা যে একটাই।

দুতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ না এর ভিতর।।

রাধা অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এও প্রেম থেকে নয়, পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে। কৃষ্ণ রাধাকে, সম্ভোগ করেছে। তার নিখুঁত বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার দিয়েছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, মিলনের পর এখানেই কৃষ্ণের প্রতি রাধার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা জন্মেছে। রাধা মিলন জনিত দেহ সুখ অনুভব করতে পেরেছে। যে কারণে জন্মেছে লজ্জাবোধ। বড়াই-এর কাছে সত্য গোপন করেছে। ভক্ষক কৃষ্ণকে দিয়েছে রক্ষকের শংসাপত্র।

'ভারখন্ডে' বড়াইর পরামর্শে কৃষ্ণকে প্রথম আহ্বান করেছে রাধা – 'মজুরিআ' বলে। রাধার সঙ্গ যদি পেতে হয় তাহলে কৃষ্ণকে তার দধি দুগ্ধের পসরা বয়ে দিয়ে হবে। রাধার যৌবনের অহংকার দেখে কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে রাধার রূপ যৌবন দেখে কৃষ্ণ কামে জর্জরিত। রাধা এখানে অনেকটা ছলনাময়ী নায়িকার ভূমিকা নিয়েছে। ভার বইলে কৃষ্ণ যে সুরতি পাবে এমন আশা জাগিয়ে রেখেছে। বড়াইকে বলেছে—

আপন মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে।।

বড়াইয়ের পরামর্শে কৃষ্ণ ছত্র ধারণ করেছে মাথায়। এখানেও কৃষ্ণের মুখে প্রেমের কথা নেই। পরিবর্তে দেহজ কামনার আর্তি—

করজোড়ে রতিভিক্ষা তোক মাঁগী।

'বৃন্দাবন খন্ডে' শাশুড়ীর বাধায় রাধার মথুরার হাটে যাওয়া বারণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানে রাধা নিজেকে মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে বড়াইকে। শাশুড়ীর অনুমতি পেয়ে সানন্দে পৌঁছেছে বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের জন্য দেখা যায় রাধার ব্যাকুলতা। পথে যেতে যেতে কৃষ্ণের দিকে আড় নয়নে তাকিয়েছে। এই পর্যায়ে রাধার মনে প্রথম ঈর্ষা জন্মেছে। সখীদের সাঙ্গ বিলাস সঙ্গে করে কৃষ্ণ-রাধার কাছে এলে রাধা অভিমান করেছে। অবশেষে অভিমান ভেঙেছে। রাধা আপনা থেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছে নির্জনে।শুধু তাই নয়, একসময় প্রশংসা করেছিল, আজ তাদের হয়েছে। কারণ—

'সব তোর মোর দোষ চাহে।'

রাধা যে কৃষ্ণকে ভালোবেসে ফেলেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরক্তির অনাবৃত ও অকুণ্ঠিত প্রকাশ 'কালীয়দমন খন্ডে'। কালিদহে কালিয় নাগকে দমন করতে গিয়ে কৃষ্ণ যখন জলমগ্ন, রাধিকা সেখানে উপস্থিত হয়ে বিলাপ করেছে। কালিয় নাগ কৃষ্ণের আগে তাকে দংশন করলো না কেন! কৃষ্ণ যে তার 'পরাণ পতি'। কৃষ্ণ জল থেকে উঠতেই লজ্জা, সংকোচ ভুলে রাধা তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। প্রেমে পড়লে নারীর অবস্থা এমনটাই হয়।

'যমুনা খন্ডে'র অন্তর্গত 'বস্ত্রহরণ খন্ডে' রাধার হৃদয়বীণা বেসুরে বেজেছে। মনে হয় সে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে। সুযোগ সন্ধানী কৃষ্ণ কিন্তু সুযোগ বুঝে রাধাকে চুম্বন করতে ছাড়েনি। রাধাও নিজেকে যে বর্মে আবৃত করতে

পারেনি তার প্রমাণ কৃষ্ণপানে 'উলটি রাধা চাহিল নয়নে'। 'হার খন্ডে' প্রেম নয় কামপিপাসা চরিতার্থ করতে তার হার চুরি করেছে। রাধা অভিযোগ জানিয়েছে যশোদার কাছে। যমুনা ও হারখন্ডে রাধার 'মানস বিপ্লব' ঘটেছে। একদিকে সংস্কার পবিত্রতা অন্যদিকে প্রেমের জোয়ার। বাণখন্ডে বড়াই-এর পরামর্শে কৃষ্ণ-রাধাকে মদন বাণ হেনেছে। মদনবান হেনে রাধাকে দেহজ কামনায় জর্জরিত করেছে। মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিতা রাধার জন্য কৃষ্ণের বিপালে অন্তরের সুর বাজেনি। বাণহেনে কৃষ্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। কোন প্রেমিক এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে না। এখানে রাধা কৃষ্ণের মিলন, কৃষ্ণের একপ্রকার ব্ল্যাকমেলিং।

রাধার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম উৎসারিত হয়েছে বংশীখন্ডে। কৃষ্ণের বাঁশি বনমাঝে নয়, বেজেছে রাধার মনমাঝে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্য আনচান করেছে। নয়নে নেমেছে অশ্রুর নির্ঝর। বড়াইকে রাধা বলেছে—

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায় সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।'

সখীদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করেছে কাহ্নঞিকে এনে দেওয়ার জন্য। কৃষ্ণকে না পেলে আগুনে পুড়ে মরতেও সে প্রস্তুত। কৃষ্ণকে পেতে তার বাঁশী চুরি করেছে। অবশেষে কৃষ্ণের বাঁশী ফেরৎ দিয়ে প্রেমময়ীর মর্মবিদারী আর্তি—

'আজি হৈতে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী।'

প্রিয়জনের পদপ্রান্তে দাসীভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে রাধা হয়ে উঠেছে ভারতীয় প্রেমভাবনার প্রতীক নারী। কিন্তু কৃষ্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছে। রাধার প্রতি আকর্ষণ এখানে পরিণত হয়েছে বিকর্ষণে। রাধা পাগলিনী পারা, কৃষ্ণ তখন পলায়ণ তৎপর। তাই বংশীখন্ডে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটেনি। এখানেও কৃষ্ণ প্রেমিক পুরুষ নয়, একজন নিম্নমানের নাগর। নিষ্ঠুরভাবে রাধাকে 'নাটকী', 'গোআলী', 'ছিনারী', 'পামরী' ইত্যাদি ভাষায় গালাগালি করতেও তার বাধেনি।

'রাধাবিরহ' অংশে রাধার বিরহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বসন্তের সমাগমে চতুর্দিকে যখন প্রিয় মিলনোৎসব রাধা তখন বিরহিণী। বড়াই-এর কাছে রাধার একটাই আবেদন—

আল প্রাণের বাড়াই

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার আক্ষেপের সুর এখানে রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত। কৃষ্ণবিহীন রাধার জগৎ শূন্য। রাধার এই কৃষ্ণপ্রেম নিখাদ। বিশ্বসংসারের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে রাধার ঘোষণা করতে দ্বিধা নেই—

এ ধন যৌবন বড়ায় সবঙ্গ অসার।
ছিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয় সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।।

কোন কিছুতেই আজ আর রাধার ভয় নেই। বৈষ্ণবপদাবলী রাধার মতো শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তারও কৃষ্ণ ভাবনা। বর্ষণমুখর ভাদ্রের রাতে বিদ্যাপতির রাধা বিরহ বেদনায় মথিত আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা শ্রাবণের ভরা বাদলে পুষ্পশরে আহত হয়ে একাকিনি শয্যায় কাতর। সুসমালোচক ঠিকই বলেছেন—

''সে বেদনার সুর, ন্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের সর্ব দেশের বিরহ বেদনার সুরের সহিত মিলিত হইয়াছে।''

রাধার প্রেমবিরহ আধ্যাত্মিক নয়, একান্তই মানবিক। এহেন রাধাকে কৃষ্ণ উপেক্ষা করেছে। পূর্বকথা স্মরণ করে রাধার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দিয়েছে। অশ্লীল ভাষায় তিরস্কার করেছে।

অবশেষে কৃষ্ণের মিলন ঘটলেও কৃষ্ণের প্রেমান্দ্র নয়ন দেখতে পাই না। আবার সবশেষে সুরতশ্রান্তা রাধাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সমালোচক রাধার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

''উৎসব নিশীথের উপযুক্ত মালতী মালার ন্যায়,
শ্রীমতী বৃন্দাবনে ধূলিশয্যায় পড়িয়া থাকিল।''

সুপ্তোত্থিতা রাধার ক্রন্দন আমাদেরও কানের ভেতর দিয়ে নয়নে প্রবেশ করে প্রাণকে আকুল করে তোলে। মথুরাগমন কালে কৃষ্ণের মাত্র একটি উক্তিতে দায়িত্বশীল প্রেমিকের ছোঁয়া আছে। বড়াইকে সে অনুরোধ ফিরেছে—

''আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি ধরিত্রাঁ তোর করে।

তাক রাখিহ যতনে আপন অন্তরে জাইব আহ্মে মথুরা নংগরে।''

তবে পুরো কাব্য বিচার করলে একে প্রেমের প্রকাশ বলা যায় না, বলা যেতে পারে নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে লম্পট নায়কের আত্ম সান্ত্বনা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যাই থাকুক লোকসমাজে প্রেম কিন্তু বহুক্ষেত্রে এমনভাবেই হয়, পুরুষেরা রূপজ কামনায় অধীর হয়ে ওঠে আর প্রথম নারী তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আবার ভোগের শেষে পুরুষ যখন ত্যাগ করতে চায়, নারী তাকে ভালোবেসে ফেলে।

এখানে পুরুষের প্রেম, পৌরুষত্ব কোথায় প্রখ্যাত অধ্যাপিকা সত্যবতী গিরি কৃষ্ণের পক্ষে যে মত পোষণ করেছেন তা উল্লেখ করতেই হয়—

''আমাদের পুরাণগুলিতে সুন্দরী নারী দেখে জিতেন্দ্রিয় মুণি ঋষিদেরও

কেবলমাত্র কামা বেগ প্রসূত চিত্তবিভ্রমের বহু দৃষ্টান্ত আছে। সে তুলনায়

এক গ্রাম্য যুবকের সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনা শ্রবণে কামা বেগ বোধ করা

কতখানি অনুচিত হয়েছে?''

এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়, মানব সমাজে দেহ ছাড়া প্রেম অলীক। কিন্তু তাই বলে প্রেমহীন দেহ তৃষ্ণা নিঃসন্দেহে কদর্য। এখানে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। রাধার সঙ্গে একবারও সে ভালো আচরণ করেনি। এ কৃষ্ণ লম্পট নায়ক — প্রেমিক পুরুষ নয়। এ কৃষ্ণ গোঁয়ার গ্রাম্য রাখাল। শেষে সে আধুনিক নায়কের মতো দ্বন্দ্বের শিকার। একদিকে তার ভোগ্যা পরবধূ, অন্যদিকে কর্তব্যের আহ্বান। কাল নিধনের জন্য তাকে মধুরা যেতে হবে ঠিক কিন্তু তার আগে থেকে কৃষ্ণ গততৃষ্ণ প্রখ্যাত সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাই বলেছেন—

'কাব্যটির যতকিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।'

অন্যদিকে রাধা একনিষ্ঠ প্রেমময়ী নারী। চরিত্রটি মনস্তত্ত্ব সম্পন্ন সমালোচক শঙ্করী প্রসাদ বসু রাধা সম্পর্কে বলেছেন — 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাচরিত্রের মধ্যে মানব বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।'

রাধা কিন্তু গ্রাম্য গৃহবধূর মতো সংস্কার পবিত্রতার গন্ডীতে নিজেকে গুছিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু কতদিন সম্ভব! একে নপুংশক স্বামী, তার উপর উদ্দাম যুবকের বলিষ্ঠ আকর্ষণ। বলপূর্বক তার দেহমন্থন। এমন পরিস্থিতিতে কোন্ মানবী স্থির থাকতে পারে? স্বাভাবিক কারণে কৃষ্ণকে সে দেহে মনে ভালোবাসেছে। তার জন্য উন্মাদিনী হয়েছে। রাধার বিরহে কাব্যটি সমাপ্ত। এ অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ বিরহে প্রেমে ব্যপ্তি আসে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রেমভাবনার সঙ্গে অশ্লীলতা শব্দহিত অনেকে ব্যবহার করেছেন। কারণ এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রে বে-আব্রু এবং সূক্ষ্মতাশূন্য। কৃষ্ণ যতই নিজের প্রসঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আনুক, তার মুখের ভাষা অত্যন্ত কদর্য ও স্থূল। Art-এর দৃষ্টিতে এমনটা রচয়িতার ত্রুটি কেননা সমাজে যা ঘটে তাকে, সাহিত্য হুবহু নকল করে না।

জয়দেবের, ভারচন্দ্রের কাব্যে যা সুদৃশ, সুশ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা কঙ্কাল সার। তার কারণ কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে কবির ব্যর্থতা। রাধার প্রেমই কাব্যটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যাই হোক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কাব্যের প্রেম যে রাধা কৃষ্ণের মোড়কে ধূলি মলিন মর্ত্যের মানব মানবীর কামনা বিরহ তাতে কোন সন্দেহ নেই।